গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূসক আইন ও বিধি শাখা]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/৭৭ তারিখঃ ০৬ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
২০ মার্চ, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়ঃ শতভাগ রপ্তানিকারক পোষাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সেবার বিপরীতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৫% ভ্যাট আদায় বন্ধকরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পত্র নং- ০৮.০৪.০০০০.৫৫১.৩৬.০০৭.১৭/৬৩৮, তারিখ: ১৪/১১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
(২) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/২৭৪, তারিখ: ২৭/১২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
(৩) BGMEA এর পত্র নং- বিজিএ/কাস/২০১৮/৩০১০, তারিখ: ০১/০৩/২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রে উল্লিখিত BGMEA হতে প্রাপ্ত পত্রের মাধ্যমে শতভাগ রপ্তানিকারক পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বন্দর সেবার (S০০৫.২০) বিপরীতে ভ্যাট আদায় বন্ধ করার বিষয়ে দিক-নির্দেশনা কামনা করা হয়েছে। পত্রটি এবং সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক নীতি অনুবিভাগে পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এস.আর.ও নং- ১৫৪/আইন/২০০৫/৪৪৫-মূসক, তারিখ: ০৯/০৬/২০০৫ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে নিবন্ধিত শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং EPZ এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে রপ্তানি পণ্য উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানি ও তৈরী পণ্য রপ্তানি উভয় পর্যায়ে S০০৫.২০ "বন্দর" সেবা কে ১০০% মূসক অব্যাহতি দেয়া আছে এবং উক্ত এস.আর.ও বর্তমানেও বহাল আছে। তাই, সূত্রোক্ত (২) নং পত্রের অনুবৃত্তিক্রমে এস.আর.ও নং- ১৫৪/আইন/২০০৫/৪৪৫-মূসক, তারিখ: ৯/৬/২০০৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

২০/০৩/১৮
[মোঃ তারেক হাসান]
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)
ফোনঃ ৮৩১৮১২০, এক্সঃ ৩৪৮

প্রাপকঃ

সভাপতি
বিজিএমইএ ভবন
২৩/১, পান্থপথ লিংক রোড
কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে

১। সচিব, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম।
২-১৩। কমিশনার,
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট,
ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা (দক্ষিণ)/ ঢাকা (পূর্ব)/ ঢাকা (পশ্চিম)/
চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ খুলনা/ রাজশাহী/ রংপুর/ যশোর/ সিলেট/ বৃহৎ করদাতা ইউনিট(মূসক), ঢাকা।
১৪-১৯। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ মংলা/ আইসিডি, কমলাপুর/ বেনাপোল/ পানগাঁও, ঢাকা।

F:\sohel\Letter 2018\Letter\BGMEA.docx

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

[মূসক আইন ও বিধি শাখা]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/ ২৭৪

তারিখঃ ১৩ পৌষ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ / ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের সেবার বিপরীতে আদায়কৃত ট্যারিফের উপর প্রযোজ্য মূসক আদায়।

সূত্রঃ (১) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পত্র নং- প্রঅওহিরঅ/স্থগিত-২১/১৯৪/৯৩ লুজ-৩/১৬, তারিখঃ ০৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
(২) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পত্র নং- প্রঅওহিরঅ/স্থগিত-২১/১৯৪/৯৩ লুজ-৩, তারিখঃ ২৯ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
(৩) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং- ৬(১) মূসক বাস্তঃ সেবা ও আবঃ)/৯৩/১০৫০, তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
(৪) কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট,চট্টগ্রাম এর পত্র নং- ৪র্থ/এ(১২)৭৪/মূসক/পণ্যাগার/৯২(অংশ-১)/৫১৬৯, তারিখঃ ০৫ অক্টোবর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
(৫) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পত্র নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৭.০০২.১২/১৯৪, তারিখঃ ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
(৬) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পত্র নং- ১৮.০৪.০০০০.৫৫১.৩৬.০০৭.১৭/৬৩৮, তারিখঃ ১৪ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সূত্রীয় (৬) নং পত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের সেবার বিপরীতে চার্জ, ফি ইত্যাদির উপর প্রযোজ্য মূসক আদায়ের বিষয়ে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত কামনা করা হয়েছে। আলোচ্য পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, প্রজ্ঞাপন এসআরও নং- ১৬৮-আইন/২০১৩/৬৭২-মূসক, তারিখঃ ০৬ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে "বন্দর সেবা (সেবার কোড নং- S০০৫.২০)" কে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপন মোতাবেক 'বন্দর' (সেবার কোড নং- S০০৫.২০) সেবা অর্থ "এমন কোনো উন্মুক্ত বা অন্যবিধ স্থান যেখানে আমদানি বা রপ্তানিযোগ্য যেকোনো পণ্য পণের বিনিময়ে বা অন্য কোনোভাবে মজুদ বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় এবং উক্তরূপ যেকোনো পণ্য মজুদ বা সংরক্ষণের সহায়ক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সকল প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ডসহ মজুদকৃত অথবা সংরক্ষিত উক্তরূপ কোনো পণ্যের নিরাপত্তা স্ক্যানিং সেবাসহ পণ্য চালানের নিষ্পত্তি বিষয়ক সকল কর্মকান্ড এবং এতদুদ্দেশ্যে পরিচালিত আইসিডি (ICD- Inland Container Depot) এবং সিএফএস (CFS- Container Freight Station) ও এই সেবার অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

০২। 'বন্দর' সেবা বিষয়ক ব্যাখ্যাটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, (ক) পণ্য মজুদ বা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায় এমন সকল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্মকান্ড; (খ) পণ্যের নিরাপদ স্ক্যানিং সেবাসমূহসহ অন্যান্য; এবং (গ) পণ্য চালানের নিষ্পত্তি বিষয়ক সকল কর্মকান্ডকে বন্দর সেবার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সূত্রীয় (৬) নং পত্র অনুযায়ী বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চার ধরনের অপারেশনাল কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়, যথা: (ক) বহি:নোংগর হতে ডেলিভারি; (খ) ওভারসাইড ডেলিভারি; (গ) হক পয়েন্ট হতে ডাইরেক্ট ডেলিভারি; এবং (ঘ) মজুদ বা সংরক্ষণ পরবর্তীতে সিএফএস শেড, সাধারণ শেড, হেভি শেড ও এয়ার হতে ডেলিভারি। বর্তমানে বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত ৬০ ধরনের সেবার মধ্যে যে ২৫টি সেবা পণ্য মজুদ বা সংরক্ষণে সহায়ক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কর্মকান্ড সংক্রান্ত এবং উক্ত সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ শতাংশ হারে মূসক আদায় করা হচ্ছে মর্মে পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য যে ৩৫ ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে, সেগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পণ্য চালানের নিষ্পত্তি বিষয়ক কর্মকান্ড বিবেচনায় বন্দর সেবার আওতাভুক্ত। অতএব, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও দেশের অন্যান্য বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সকল সেবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমদানিকৃত বা রপ্তানিকৃত পণ্যের চালান নিষ্পত্তি বিষয়ক কর্মকান্ড।

০৩। এছাড়া, করযোগ্য অন্যান্য সেবা যেগুলোর ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে সুনির্দিষ্ট সেবার কোড বা সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি তা সেবার কোড S০৯৯.২০ এর আওতায় 'অন্যান্য বিবিধ সেবা'র আওতাভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রজ্ঞাপনে 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' (সেবার কোড S০৯৯.২০) অর্থ "মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর দ্বিতীয় তফসিলের অন্তর্ভুক্ত নয়, এই প্রজ্ঞাপনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং উক্ত আইনের ধারা ১৪ অনুযায়ী অব্যাহতিপ্রাপ্ত নয়, পণের বিনিময়ে প্রদত্ত এমন সকল সেবা।" এছাড়া উল্লেখ্য, যেকোন বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উল্লিখিত ৬০ ধরনের সেবা ব্যতীত পণের বিনিময়ে অন্যান্য যে সেবা সরবরাহ করে থাকে উক্ত সেবাগুলো করযোগ্য সেবা হিসেবে বিবেচিত হবে ও 'অন্যান্য বিবিধ সেবা' বিবেচনায় ১৫% হারে মূসক আদায় করতে হবে।

০৪। এমতাবস্থায়, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহ করযোগ্য সেবার আওতাভুক্ত হওয়ায় উক্ত সেবাসমূহ সরবরাহের বিনিময়ে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর ১৫ শতাংশ হারে মূসক আদায়যোগ্য। অতএব, সরকারের আইনানুগ রাজস্ব যথাযথভাবে আহরণপূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৫। আলোচ্য ক্ষেত্রে সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বিধায় বিষয়টি জরুরী বিবেচ্য।

২৭/১২/১৭

[মোঃ মশিউর রহমান]
দ্বিতীয় সচিব (মূসক আইন ও বিধি)
ফোনঃ ৮৩১৮১২০, এক্সঃ ৩৪৮

প্রাপকঃ সচিব
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দর ভবন, চট্টগ্রাম।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

০১-১২। কমিশনার,
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট,
ঢাকা(উত্তর)/ঢাকা(দক্ষিণ)/ঢাকা(পূর্ব)/ঢাকা(পশ্চিম)/
চট্টগ্রাম/খুলনা/যশোর/রাজশাহী/রংপুর/কুমিল্লা/সিলেট/বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক), ঢাকা।

১৩-১৮। কমিশনার, কাস্টম হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/মংলা/আইসিডি, কমলাপুর/বেনাপোল/পানগাঁও, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

[মূল্য সংযোজন কর]

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২/৯ জুন, ২০০৫

এস,আর,ও নং ১৫৪-আইন/২০০৫/৪৪৫-মূসক।—মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২নং আইন) ধারা-১৪ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, উহার ৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১১ বাং মোতাবেক ২০ নভেম্বর, ২০০৪ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ৩১৮-আইন/২০০৪/৪৩৫-মূসক রহিতক্রমে, এতদ্দ্বারা মূল্য সংযোজন কর নিবন্ধিত শতভাগ রপ্তানিকারক, শতভাগ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে—

(ক) রপ্তানি পণ্য উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহৃত নিম্নে বিধৃত টেবিল-১ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত Customs Act, 1969 (IV of 1969) এর First Schedule এর শিরনামা সংখ্যা (Heading No) এবং উহাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code) এর আওতাধীন কলাম (৩) এ বর্ণিত পণ্য সরবরাহের উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর কলাম (৪) এর উল্লিখিত হারে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা—

টেবিল-১

শিরনামা সংখ্যা (Heading No)	সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণ কোড (H.S. Code)	পণ্য সামগ্রীর বিবরণ (Description of Goods)	মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির হার
১	২	৩	৪
২৭.১১	২৭১১.২১.০০	প্রাকৃতিক গ্যাস	৮০ (আশি) শতাংশ

(খ) রপ্তানি পণ্য উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহৃত নিম্নে বিধৃত টেবিল-২ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭ বাং মোতাবেক ০৮ জুন, ২০০০ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৭০-আইন/২০০০/২৬৯-মূসক এ উল্লিখিত সেবার শিরনামা সংখ্যা এবং সেবার কোড এর আওতাভুক্ত কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবার উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর কলাম (৪) এর উল্লিখিত হারে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা—

[1]টেবিল-২

মূসক এসআরও

শিরনামা সংখ্যা	সেবার কোড	সেবার নাম	মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির হার
(১)	(২)	(৩)	(৪)
S০২৫	S০২৫.০০	ওয়াসা	৬০ (ষাট) শতাংশ
S০৩৭	S০৩৭.০০	যোগানদার	১০০(একশত) শতাংশ
S০৪০	S০৪০.০০	সিকিউরিটি সার্ভিস	১০০(একশত) শতাংশ
S০৪৪	S০৪৪.০০	পরিবহন ঠিকাদার	১০০(একশত) শতাংশ
S০৫৭	S০৫৭.০০	বিদ্যুৎ বিতরণকারী	৮০ (আশি) শতাংশ
---	---	বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার বাহির হইতে সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী	১০০(একশত) শতাংশ

[1] [illegible]রও নং [illegible]-আইন/২০১৪/৭০৫-মূসক, তাং ০৫ জুন, ২০১৪ বলে টেবিলটি প্রতিস্থাপিত

(গ) রপ্তানি পণ্য উৎপাদন পর্যায়ে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানী ও তৈরী পণ্য রপ্তানি উভয় পর্যায়ে নিম্নে বিধৃত টেবিল-৩ এর কলাম (১) ও (২) এ উল্লিখিত ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৭ বাং মোতাবেক ০৮ জুন, ২০০০ইং তারিখের প্রজ্ঞাপন এস,আর,ও নং ১৭০-আইন/২০০০/২৬৯-মূসক এ উল্লিখিত সেবার শিরনামা সংখ্যা এবং সেবার কোড এর আওতাভুক্ত কলাম (৩) এ বর্ণিত সেবার উপর প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর কলাম (৪) এর উল্লিখিত হারে অব্যাহতি প্রদান করিল, যথা—

টেবিল-৩

শিরনামা সংখ্যা	সেবার কোড	সেবার নাম	মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতির হার
১	২	৩	৪
S০০৫	S০০৫.২০	বন্দর	১০০ (একশত) শতাংশ
S০১৫	S০১৫.১০	ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স	১০০ (একশত) শতাংশ
	S০১৫.২০	ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং সংস্থা	১০০ (একশত) শতাংশ
S০২৭	S০২৭.০০	বীমা কোম্পানী	১০০ (একশত) শতাংশ
S০৩৫	S০৩৫.০০	শিপিং এজেন্ট	১০০ (একশত) শতাংশ

২। দফা (১) এ উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে, এই প্রজ্ঞাপনের অধীন মূল্য সংযোজন কর অব্যাহতি গ্রহণের ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি-৩৮ এর অধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,
খায়রুজ্জামান চৌধুরী
সচিব